PRICE Rs. 10/-

শিশুভবন পত্রিকা
Sishubhavan Patrika

ন্যাশনাল কালচারাল এসোসিয়েশন এর প্রকল্প

An unit of National Cultural Association

খণ্ড - ৪৫ ঃ সংখ্যা - ১ ঃ জানুয়ারী ২০২০ Website : www.nehrumuseum.org Vol - 45 : No - 1 : January 2020

Visit to Nehru Children's Museum by Thai Consul General H.E. MISS. SWEEYA SANTIPITAKS

Her excellency **Ms. Sweeya Santipitaks *Consul General of Thailand*** visited Nehru Children's Museum on 12th January, 2020. She donated 2 dolls to be added tour dolls gallery.

The greatest surprise was she decided to try her hand at drawing in the wall along with the students. She love the dance performance by our student Rajarshi Naskar.

Her encouraging speech was appreciated by the guardians & students. She was gifted with a painting and craft work done by the students. She visited the dolls gallery, Ramayana & Mahabharata.

হিমেল হাওয়ায় কিছুটা সময়

কুয়াশায় ভেজা শীতের সকালে আমরা সবাই জড়ো হয়েছি মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে। একটু পরেই বাসে করে যাত্রা শুরু হবে। গন্তব্যস্থল ডায়মন্ডহারবার, রত্নেশ্বরপুর। ওখানে পৌঁছেই আমরা সবাই অবাক চাহনি মেলে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। অস্ফুটস্বরে সবাই যেন একসাথে বলে উঠল 'কী সুন্দর'! শহরের হাঁফধরা জীবন থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে নদীই যেন আমাদের ডেকে নিয়ে এসেছে এই নির্জন নিরালায়। নদীর তীরে ইঁট বিছানো লাল পথের পাশে এক অপূর্ব বাগানবাড়িতে আমাদের পিকনিকের আয়োজন।

সেখানে ঢোকামাত্র সুবেশা কিশোরীরা আমাদের হাতে একটা ছোট ব্যাগ ধরিয়ে দিল। ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খাবারের প্যাকেট। কড়াইশুঁটির কচুরী আর মশলাদার আলুরদমের সুঘ্রাণে চারদিক তখন ভরপুর। অনেকক্ষণ আগেই ব্রেকফাস্টের সময় পেরিয়ে গেছে তাই আর অন্য কোনদিকে মন দেবার সময় নেই, অতএব খাবারের প্যাকেটেই মনোনিবেশ।

বেলা একটু বাড়তেই বেশ গরম মালুম হতে লাগল। সবাই শীতের পোশাক ছেড়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যে যার মত গাছগাছালিতে ঘেরা নদীর পাড়ে বেরিয়ে পড়ল। দিলীপ, সমর, রাজা, মাষ্টারমশাই, প্রশান্ত, প্রদীপরা মিলে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর চলে গেছে। চৈতালি, দীপাঞ্জলি, পিয়ালিদেরও ধারে কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রকৃতিকে মোবাইল ক্যামেরায় বন্দী করে রাখতে ওরাও খুব ব্যস্ত। শ্যামলী, নীলম, সরস্বতীরা আজ দারুণ সেজে এসেছে। রোজকার হাজারো কাজের মধ্যে আজকের দিনটা সবার কাছেই অনেকগুলো আনন্দের মুহূর্ত। সবাই দারুণভাবে উপভোগ করে নিতে চায়। শিবাজী, শুভ, শুভ্রা, গার্গীদি, ঝাতীদি সবাই মিলে গাছের নীচে রোদছায়ার মাঝে মাটির ওপর আসন পেতেছে। দেবরূপ, সমীরও বাদ যায়নি। সুদীপদা, বৌদি, ইন্দ্রাণীদি, শিখা আরও অনেকে মিলে তখন গল্পে মত্ত, কোনটাই সিরিয়াস নয়, একেবারে নিখাদ আড্ডা। শেখরদা, মিন্টুদা, সুনয়দা, বুলাইদা, হক সাহেবও সেই আড্ডার শরিক। মনে হয়, মাঝে মাঝে এটারও তো প্রয়োজন আছে, বাস্তবতার কাছে কিছুটা অবসর চেয়ে নেওয়া। অনুপের আবার গল্পে মন নেই, বউকে নিয়েই মেতে আছে। ছন্দাদির খুব গরম লেগেছে, ও একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে অর্পিতাদের সঙ্গে বসে বসে একমনে গল্প করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অবশ্য ঢুলেও পড়ছে।

ওদিকে অমিত জোরে গান চলিয়ে দিয়েছে। এক এক করে সবাই জড়ো হচ্ছে বাগানে। সকলের পায়ে তখন নাচের ছন্দ। গানের সুরে মাতোয়ারা সবাই হাত ধরাধরি করে মেতে উঠেছে নাচে। স্বাতীদি, পৌষালি, শিখা, শুভ যে যার মত পা মেলাচ্ছেন সেই মিউজিকের তালে তালে। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে সুস্মিতা। সত্যিই ওর নাচ দেখার মত। দোতলার বালকনিতে হিমেল হাওয়ায় অঞ্জনের গলায় তখন পাগল করা সুর 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া ..... অঙ্গ যায় জ্বলিয়া'।

এবার খাওয়ার পালা। ইন্দ্রাণীদি তাড়া দিচ্ছেন খেয়ে নেবার জন্য। অনেক লোক, সময়ও লাগবে। এক এক করে সবাই বসে গেল। এ যেন বিয়েবাড়ির ভোজ। ফ্রায়েড রাইস ,স্যালাড, মাছভাজা, চিকেন, চাটনি, পাঁপড়, কি নেই। আমরা সবাই গল্প করতে করতে পেট পুরে খেয়ে নিলাম। সুদীপদা তো কিছুই খায় না। তবে সব জায়গায় যাবে। সবার খোঁজখবর নেবে, আর গল্প করবে। ওটাই আনন্দ।

লাঞ্চের পর আর একবার কফির কাপে চুমুক। এর মধ্যে আস্তে আস্তে সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমদিকে। রিন্টুদা গাড়ী নিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত। সুদীপদা বৌদিরা উঠে পড়েছে গাড়ীতে। আমরাও তৈরী হচ্ছি ফিরে আসার জন্য। দেবোত্তম, রজত, দীপক, তপন ওরা ইতিমধ্যে বাসে উঠে গেছে। বাসে ওঠার মুখে বরুণ সবাইয়ের হাতে পাকোড়া ধরিয়ে দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী রহমান সব টাকা মিটিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাসের যাত্রাপথ এবার কলকাতার অভিমুখে। বাসের পেছনে সুকন্যাদের গাড়ী, আর সবশেষে আমরা। নদীর বুকে তখন সূর্যাস্তের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এক অপূর্ব মুগ্ধতায় হাত নেড়ে বিদায় জানালাম, গুড বাই ডায়মন্ড হারবার!

গাড়ীতে আসতে আসতে একজনের কথা বারবার মনে পড়ছিল। সে হচ্ছে দীপ্তিদি। যার উদ্যোগে এই পিকনিকের আয়োজন, সে আজ খুব অসুস্থ। মন খারাপ কোরো না দীপ্তিদি। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। তোমাকে নিয়ে আবার আমরা পিকনিকে যাব। খুব মজা হবে। ভাল থেকো!

-- দেবেশ মুখোপাধ্যায়

Glimpses of Annual Picnic for members & staff of Nehru Children's Musuem

নাটক নিয়ে গল্পের আসর

ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত প্রয়োজন। এই কর্মশালা আমাদের স্কুল জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। ধাপে ধাপে এগোতে এগোতে ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, সিনেমা এমনকি আমাদের নাটকের এবং বিভিন্ন শিল্পের যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেইরকমই গত ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯ রবিবার আমাদের সংস্থায় অনুষ্ঠিত হল এমন একটি অনুষ্ঠান যার নাম "**নাটক নিয়ে গল্পের আসর**"। এই কর্মশালায় যিনি প্রাণকেন্দ্র ছিলেন তিনি বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় স্যার পরান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় শিক্ষক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা আমাদের খুব কাছের মানুষ শ্রদ্ধেয় স্যার জীবন সাহা মহাশয়, যার হাত ধরে নাটক সম্পর্কে একটু একটু করে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। এই কর্মশালায় পরান স্যার এটা বুঝিয়েছেন যে পারি না বলে কিছু নেই, চেষ্টা করলে আমাদের দ্বারা সব সম্ভব। আমাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে সেটাকে আরও জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে কোনো স্ক্রিপ্ট কে ভালোভাবে অনুধাবন করে নিজের মতো করেও যে প্রকাশ করা যায় তিনি সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এমনকি আমাদেরকে নিয়েও মা-বাবাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে সেটাও তিনি জানান দিয়েছেন।

এই কর্মশালা করে যে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা যায় সেটা এই সংস্থায় এসে চারটি কর্মশালা করে আমার এইটুকু শিক্ষা হয়েছে। এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে আমাদের এই সংস্থা "নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম" এর মাধ্যমে, সেই জন্য বিশেষ করে এই সংস্থার কর্ণধার, প্রশাসনিক সচিব, সমস্ত আধিকারিকগণ এবং সর্বপরি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আগামী দিনেও যাতে এরকম অনেক কর্মশালা হয় এবং আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারি।

বৈশালী চক্রবর্তী
ড্রামা - প্রথম বর্ষ

নাটকের ওয়ার্কশপ - *পরান বন্দ্যোপাধ্যায়*

পরান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ক্লাসে যে গল্পের আসর বসেছিল তা শুধু গল্পের আসর ছিল না গল্পের সঙ্গে ছিল মজা তাই আমার কাছে সেটা গল্পের আসরের মতো মজার আসর ছিল। গল্পে মজায় ভরে উঠেছিল রবিবার এর সকালটা অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর। পরান স্যার এর সঙ্গে ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় জীবন সাহা, জীবন স্যার আমাদের শুধু স্যার নয়, আমাদের প্রিয় বন্ধু।

পরান স্যার ও জীবন স্যার এর ক্লাসে সেদিন যা যা শিখেছি। সবগুলি আমার খুব ভালো লেগেছে। সেই রবিবার পরান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঝুলিতে ছিল অনেক গল্প যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। প্রথমে পরান স্যার বলেছেন প্রতিটি মানুষের ভিতরে একটি প্রতিভা আছে, কেউ সেই প্রতিভা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার কারও ভিতরে সেই প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। স্যার একথায় বলেছেন আমাদের ভিতরে একটি করে সোনার খনি আছে এবং সেই খনির চাবি আমাদের মা-বাবার কাছে থাকে। আমাদের মা-বাবাদের দায়িত্ব আমাদের জীবনের সেই মূল্যবান জিনিসগুলোকে খুঁজে আমাদের সঠিক পথ দেখানো ও শেখানো।

এই প্রসঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় প্রসঙ্গে বলেছেন অভিনয় করতে গেলে কিসের প্রয়োজন তা আমরা সঠিকভাবে কেউ উত্তর দিতে পারি নি, তাই তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সঠিকটা যে অভিনয় কতে গেলে কিসের প্রয়োজন হয়। তিনি মূল দুটি জিনিস উল্লেখ করেছেন (১) শরীর (২) সত্ত্বা। তৃতীয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রতিক্রিয়া কী? প্রতিক্রিয়া হল - পঞ্চইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন বাস্তু জগতের সম্পর্ক ঘটে তখনই আমরা প্রতিক্রিয়া বা react করি।

প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন পরান স্যার। তারপর স্যার জানতে চাইলেন কারা কারা গান জানো। তো অনেকেই হাত তুলেছিল। যারা গান জানে না বলে হাত তুলেনি স্যার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল তোমরা গান জানো না। তার পরিপ্রেক্ষিতে একজন বলেছিল না। আমি গান জানি না। সেই কথাটা স্যার বোর্ডে লিখে একটি গান শেখালেন।

এইভাবে গানের আকারে বিভিন্ন রকম সুরে তালে এরকম গানের আসর বসে গেলো। এই একটা কথা দিয়ে এরকম অপূর্ব গান তৈরি করলেন যেটা আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছে। গানের আসরে স্যার কিছু মজার মজার কথা বলেছেন। কিছু মজার সংলাপ বলেছেন যেগুলি খুবই মজার ছিল। আবার গল্পের আসরে গান ও হয়েছে। স্যার গল্পের মাঝে সবাইকে বলেছিলেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে, তা অনেকেই প্রশ্ন করেছে। স্টেজে নাটক করতে উঠলে আমাদের একটা ভয় বা চিন্তা কাজ করে সেটা কিভাবে কমানো যায়। স্যার বলেছেন চিন্তা করা ভালো, কারন স্টেজে ওঠার আগে চাপা উত্তেজনা থাকলে স্টেজে গিয়ে অভিনয় করার সময় একটা সুন্দর অনুভূতি হয় তাই স্টেজে ওঠার সময় বা আগে একটু চিন্তা থাকা ভালো। আর একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে অভিনয় করতে করতে সংলাপ ভুলে গেলে কি করব? আমরা অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা এই কথার একটি সুন্দর ব্যাখা দিয়েছেন জীবন স্যার একটি ছোটো গল্পের মধ্যে দিয়ে। জীবন

নাটকের ওয়ার্কশপ - পরান বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার বললেন সংলাপটা ভালো ভাবে পড়ে সংলাপের মূল কথাটা বের করে সেটাকে মনে রাখা ও সেটা বারবার অনুশীলন করা। এই অনুশীলনের মাধ্যমে সংলাপ ভুলে যাওয়া সম্ভাবনা থাকে না।

এই গল্পের আসর থেকে যা যা শিখেছি তা আমার কাছে পরম পাওয়া। পরান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ক্লাস করে আমি খুবই আনন্দিত, এরকম একজন বড়ো মানুষের সঙ্গে ক্লাস করার সুযোগ খুব একটা পাওয়া যায় না। এবং পরান স্যার এর সঙ্গে জীবন স্যার এর ক্লাস হওয়ায় খুবই খুশি হয়েছিলাম।

তমশা নস্কর

প্রাচীর চিত্র অঙ্কন ও বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

দ্বাদশ শিশু কিশোর উৎসব ২০২০

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত দ্বাদশ শিশু কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২-৬ জানুয়ারী, ২০২০।

৩রা জানুয়ারি, রবীন্দ্র সদনে শুভাশিস দত্তের পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের - ঐশী সিনহা চৌধুরী, গায়ত্রী দলুই, মধুরিমা দত্ত, শ্রেষ্ঠা চ্যাটার্জী, বৃষ্টি পাড়ুই, দীপশিখা দাস, সুকন্যা চক্রবর্তী, নন্দিতা বেরা, সমৃদ্ধি পাল, অবন্তিকা ভৌমিক, সেঁজুতি দাস, দেবপ্রিয়া দাস, শ্রীজিতা দাস, ঋষিকা রায়, মৌলি মাঝি, মোনালিসা বেজ, ঐশী সাহা ও চন্দ্রিমা বসাক।

ছবি সৌজন্যে : বীরেশ চন্দ

৪ঠা জানুয়ারি, মিনার্ভা থিয়েটারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত দ্বাদশ শিশু কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের নাট্যবিভাগের পরিচালিত নাটক "**টুনি লো টুনি**"। কাহিনি-উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নির্দেশনা- অঞ্জন দেব, অভিনয়ে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের - প্রত্যয় নস্কর, অর্ক মুখার্জী, স্বর্ণাশু চক্রবর্তী, দেবলীনা দে, দেবাঞ্জন মল্লিক, সম্পূর্ণা ব্যানার্জী, সৌরজিৎ দত্ত, দেবিকা রায়, সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, দেবজ্যোতি চ্যাটার্জী, প্রিয়দর্শিনী নাগ, রাজর্ষি নস্কর, শ্রীঋদ্ধা দত্ত ও ঋদ্ধিরাজ দত্ত।

স্বামী বিবেকানন্দর ১৫৮ তম জন্মবার্ষিকী

আজ থেকে ১৫৮ বছর আগে শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেন তিনি কালক্রমে পরিচিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ রূপে। স্বামী বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্রনাথের ছোট বেলাটি বড় আকর্ষণীয়। বিশ্বনাথ দত্ত অর্থাৎ নরেনের বাবা ছিলেন সাতটি ভাষায় দক্ষ এবং ইতিহাস ও সঙ্গীতে তাঁর ছিল বিশেষ উৎসাহ যদিও পেশায় ছিলেন এটর্নী। হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতিরই তিনি অনুরাগী ছিলেন। তাই ছেলে-মেয়েদের সব সময় স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করাটা তাঁর কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কারণ কবিতা আবৃত্তি, খেলাধুলা, ব্যায়ামে তাঁর ছিল চরম উৎসাহ।

নরেন্দ্রনাথের মা ভুবনেশ্বরী দেবীও ছিলেন রাজরানী সদৃশা তেজস্বিনী কিন্তু করুণার অন্ত ছিল না। একদিকে যেমন প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠত আভিজাত্য অপরদিকে গরীব দুঃখীরা কেউ তার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে যেত না।

তার মায়ের এই গুণগুলিই নরেন্দ্রনাথকে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে গড়ে তোলে। একদিকে অপূর্ব মেধা, সত্যনিষ্ঠা, সাহসী ও স্বাধীনচেতা মনোভাব, সঙ্গীতপ্রিয়তা আর খেলাধূলা আকর্ষণ অপরদিকে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা - সব কিছুই ছিল বালক নরেন্দ্রনাথের গড়ে ওঠার প্রথম সোপান। পড়াশোনার প্রাথমিক ধাপগুলি খুব সহজেই কিশোর নরেন উতরে যান, যদিও এই উতরানোর পথে মাঝে মাঝে সমস্যা এসেছে। কিন্তু উত্তরকালে যিনি বিশ্বজয় করবেন তাঁর কাছে এই সাধারণ সমস্যাগুলি কোনও অন্তরায় হয়েই দাঁড়াতে পারেনি। একদিকে চলছে দর্শনের নানান দিক নিয়ে পড়াশোনা অপরদিকে সেই পড়াশোনার উপর ভিত্তি করেই বির্তকের মধ্যমনি। লাঠিখেলা, তরবারি চালনা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা বাওয়া, সাঁতার কুস্তিতে যুবক নরেনের যেমন পারদর্শীতা তেমনই সঙ্গীত বা কাব্যচর্চায় তাঁর ছিল সহজাত যাতায়াত। সব মিলিয়ে যুবক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্ণ মানুষ হওয়ার সবকটি লক্ষণই ফুটে উঠেছিল।

এই সবকিছু ছাপিয়ে আরো একটি মহৎ গুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সহজাত ছিল সেটা হল সাংগঠনিক ক্ষমতা। খুব ছোটি বেলা থেকে তিনি সমবয়সী এবং অসমবয়সীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন। ছোট বেলায় ধ্যান ধ্যান খেলাই হোক বা কুস্তির দল হোক, বয়সে দক্ষিণেশ্বরকে কেন্দ্র করে গুরুভাইদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা করা সবেতেই নরেন্দ্রনাথের অসীম সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু এদেশে নয় বিদেশেও এই সংগঠনের ব্যপ্তি হয় অপরিসীম। মাত্র ৩৯ বছর পেয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতিভার দ্যুতি স্ফুরণের জন্য। এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন বেশ কয়েকবার, বারবার গিয়েছেন ইউরোপ, আমেরিকা। লেখালিখি করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, সংগঠনের প্রধান কেন্দ্রগুলি তৈরি করেছেন তার মধ্যে অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে মঠ ও মিশনের রূপরেখা তৈরী করে দিয়েছেন- মরদেহ বিলীন হওয়ার ১১৯ বছর পরেও যা সতত ক্রিয়াশীল।

জাতপাতের গোঁড়ামি নয়, শিক্ষার অহংকার নয়, ধর্মীয় সংস্কার নয় - শুধুমাত্র নিয়মশৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা এবং অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা কেন্দ্রগুলি কাজ করে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

Thank You Donors

Bhaswati Roy
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Dr. Kalpana Mondal
Dr. Krishna Laskar Bandyopadhyay
Eureka Forbes Ltd.
Jayanta Kr. Ghosh
Kaushik Mitra
Krishna Debi Jalan Charitable Trust
Liebigs Agro Chem. Pvt. Ltd.
Paran Bandyopadhhay
Sougata Gupta
Sanatan Chakraborty

Forthcoming Programme

Annual Art Exhibition & Wall Painting	1st February & 2nd February	Saturday & Sunday	Nehru Children's Museum Campus
Drama : **"ASHRAY"** (Call show) Presented by the Students of Drama Department.	15th February	Saturday 6 pm.	Gyan Mancha

47th Sit & Draw Art Contest

Open to children 5 to 16 years and Handicapped children 5 to 18 years
(age as on 1st April 2020)

Preliminary Contest at NEHRU CHILDREN'S MUSEUM on 10th April 2020

GREEN Group 5 to 8 years	Birds / Desert Scene
WHITE Group 8 years 1 day to 12 years	Morning Walk / Boat Ride
BLUE Group 12 years 1 day to 16 years	Construction Site / City after Cyclonic Disaster
Handicapped children	
YELLOW Group 5 years to 12 years	Fruit Market / Sunrise
RED Group 12 years 1 day to 18 years	Kite Flying / Bicycle Ride

Preliminary Contest at CO OP BANQUET on 4th April 2020
1 min. away from Gariahat crossing Beside Bazaar Kolkata and Ekdalia crossing
for GREEN, WHITE, BLUE, YELLOW & RED GROUP

Prizes for winners in each group will be as follows :

First Prize	**Certificate**	**+**	**Plaque**	**+**	**Rs. 1,500/-**
Second Prize	**Certificate**	**+**	**Plaque**	**+**	**Rs. 1,000/-**
Third Prize	**Certificate**	**+**	**Plaque**	**+**	**Rs. 750/-**
Fourth Prize	**Certificate**	**+**	**Plaque**	**+**	**Rs. 600/-**
Fifth Prize	**Certificate**	**+**	**Plaque**	**+**	**Rs. 400/-**

Forms available @ Rs. 50/-

Admit Cards available at
NEHRU CHILDREN'S MUSEUM, 94/1 Chowringhee Road, Kolkata 700 020
Phone : 2223 3517 / 6878 / 1551 / 0424 / 4007 / 98745 73496 / 98366 65588
Except Mondays and Tuesdays

Happy Birthday To Our Little Friends..... February 2020

Rikita Sarkar	01	Swarnali Halder	18	Wriviwrasha	22
Deepsikha Das	07	Bidisha Das	20	Ayushi Harjra	23
Souhardya Naskar	10	Rajdeep Routh	21	Anuska Sharma	23
Ranadeep Roy	17			Aureen Bardhan	27

প্রাচীর চিত্র অঙ্কন ও বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের চিত্র প্রদর্শনীতে বরাবরই কিছু নতুনত্ব থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে প্রদর্শনী যেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তেমনই সেই একই বিষয়ের উপর দেওয়ালের উপর আঁকাগুলিও দর্শকদের দারুন ভাবে আকর্ষণ করে। এবারের বিষয় ছিল "**জল স্থল অন্তরীক্ষ**"। মূলত এই তিনটি বিষয়ের উপর অজস্র ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছি এবারের চিত্র প্রদর্শনীর আসর। সঙ্গে ছিল হাতের কাজের এক মনোগ্রাহী ওয়ার্কশপ।

প্রথম সপ্তাহের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কলা সমালোচক ও চিত্রশিল্পী **দেবব্রত চক্রবর্তী**। তিনি তাঁর বক্তব্য বলেন যে এখনকার ছোটরা অনেক বেশী ছবি আঁকছে। আগেকার দিনে ছোটদের ছবি আঁকার এতটা জায়গা ছিল না। অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন **শ্রী অপূর্ব ব্যানার্জী**। মিউজিয়াম অধিকর্তা সুদীপ শ্রীমল সকলকে ধন্যবাদ জানান।

দ্বিতীয় সপ্তাহের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন **শুচিব্রত দেব, দেবাশীষ মল্লিক চৌধুরী ও অঞ্জন ভট্টাচার্য্য**। বিষয়বস্তুতে আপ্লুত শিল্পীরা বলেন যে ছবি আঁকার মূল প্রতিবাদ্য বিষয়কেই এবারে তুলে ধরা হয়েছে এবং ছোটরা যত বেশী প্রকৃতিকে বুঝতে শিখবে তত তাদের মধ্যে শিল্পবোধ গভীর ভাবে প্রোথিত হবে।

গত কয়েক বছর ধরেই নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের এই বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী এবং প্রাচীর চিত্রণ ও হাতের কাজের ওয়ার্কশপ অভিভাবকদের মধ্যে বিরাট সাড়া ফেলেছে। সারা বছর ধরে ছোটরা উন্মুখ হয়ে থাকে এই দিনগুলির জন্য। কেননা ব্যক্তিগত ভাবে একটা ছবি এঁকে যে আনন্দ পাওয়া যায় সম্মিলিত ভাবে সেই ছবি আঁকার আনন্দ অনেকগুন।

Registration No. 32737/77

প্রাচীর চিত্র অঙ্কন ও বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com